সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৩৩
WEEKLY BOOKLET:433

আঙ্গুল চুম্বন করার বরকত

আযানের সময় আঙ্গুল চুম্বন করার সাওয়াব ০৮
৪টি স্থানে আঙ্গুল চুম্বন করবেন না ২০
তুর্কি আশিকানে রাসূলের ভালোবাসা ভরা ধরন ২৬
আঙ্গুল চুম্বন করা সত্ত্বেও চশমা পরা থাকলে ৩৪

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

আঙুল চুম্বন করার বরকত

আত্তারের দোয়া: হে মহান পালনকর্তা! যে ব্যক্তি "আঙুল চুম্বন করার বরকত" নামক এই রিসালাটি পাঠ করবে বা শুনবে, তাকে আযান ও ইকামতের সময় সর্বদা আঙুল চুম্বনের সৌভাগ্য দান করুন এবং তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তার চোখের জ্যোতি অক্ষুণ্ন রাখুন। তার পিতা-মাতাসহ তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফ মাগফিরাতের মাধ্যম

আশিকে রাসূল হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه লিখেছেন: মরক্কোর ফাস শহরে একজন আশিকে রাসূল মহিলা বাস করতেন। যখনই তার উপর কোনো পেরেশানী আসত বা তিনি ঘাবড়ে যেতেন, তখন তিনি উভয় হাত তার চেহারায় রাখতেন এবং চোখ বন্ধ করে বলতেন: মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। (নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নামের বরকতে তার পেরেশানী দূর হয়ে যেত)। যখন সেই আশিকে রাসূল মহিলার ওফাত হলো, তখন কোনো এক আত্মীয় স্বপ্নে তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: ফুফু আম্মা! আপনি কি কবরে প্রশ্নকারী দুইজন ফেরেশতা মুনকার-নাকিরকে দেখেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ! তারা আমার কাছে এসেছিলেন।

আমি তাদের দেখে আমার অভ্যাস অনুযায়ী উভয় হাত আমার চেহারায় রেখে বললাম: মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। যখন আমি আমার চেহারা থেকে হাত সরালাম, তখন তারা দুজন চলে গিয়েছিলেন। (শাওয়াহিদুল হক, পৃ: ২৩০) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ہے تو نام محمد سہارا اپنا اسی سے چلتا ہے گزارا اپنا
ہمیں طوفاں کی موجوں کا کچھ خوف نہیں ہم اسی نام سے پالیں گے کنارا اپنا

হ্যা তো নামে মুহাম্মদ সাহারা আপনা,
ইসি সে চলতা হ্যা গুযারা আপনা।
হামে তুফাঁ কী মোজো কা কুছ খউফ নেহী,
হাম ইসি নাম সে পালেঙ্গে কিনারা আপনা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আঙুল কেন চুম্বন করবেন না?

প্রায় ৭০০ বছর পূর্বের মুফাসসীরে কুরআন হযরত শায়খ নূরুদ্দীন খুরাসানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মুয়াজ্জিনকে আযানে "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" বলতে শুনেছিলেন, তখন তিনি তার উভয় আঙুল চুম্বন করে তার নখগুলো তার চোখের পাতায় মালিশ করেছিলেন। যখন মুয়াজ্জিন দ্বিতীয়বার পড়লেন, তখন তিনি আবারও একই কাজ করলেন। তাকে এই কাজের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: আমি আগে আঙুল চুম্বন করে চোখে লাগাতাম, কিন্তু পরে তা ছেড়ে দিলে আমার চোখ খারাপ হয়ে যায়। স্বপ্নে আমি আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দীদার লাভ করি, তখন তিনি বললেন: তুমি

আযানের সময় চোখে আঙুল লাগানো কেন ছেড়ে দিয়েছো? যদি তুমি চাও যে তোমার চোখ ঠিক হয়ে যাক, তাহলে আবার আঙুল চুম্বন করা শুরু করো। তারপর আমি জেগে উঠলাম এবং আমি আঙুল চুম্বনের কাজটি করলাম, তখন আমার চোখ ঠিক হয়ে গেল। আর! اَلْحَمْدُ لِلّٰه তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমার চোখ কখনো খারাপ হয়নি। (হাশিয়াহ আলা কিফায়াতিত তালিবির রব্বানী, ১/১৭০) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

نامِ مُحمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے　　پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے
آؤ سنائیں اپنے پیا کو اپنے مَن کی بات　　ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے

নামে মুহাম্মদ কিতনা মিঠা মিঠা লাগতা হ্যা
পিয়ারে নবী কা যিকির ভী হাম কো পিয়ারা লাগতা হ্যা
আউ সুনায়ে আপনে পিয়া কো আপনে মান কী বাত
উন কে ইলাওয়াহ কওন নিয়াযী আপনা লাগতা হ্যা

হে আশিকানে রাসূল! মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে আঙুল চুম্বন করা মুসলমানদের শুরু থেকেই একটি রীতি। বরং, এই মুবারক আমল সমস্ত মানুষের সম্মানিত পিতা হযরত আদম সফীউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام থেকেও প্রমাণিত এবং নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান সন্তানরা ভালো কাজে তাদের পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আঙুল চুম্বন করলেন

তিনশত বছর পূর্বের বুযুর্গ শায়খ ইসমাঈল হাক্কী হানাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه (ওফাত: ১১৩৭ হিজরী) তার তাফসীরে কুরআন গ্রন্থ "রুহুল বয়ান"-এ

লিখেছেন: একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত আদম সফীউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام-এর পেছনে ফেরেশতারা আসতেন। যখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা এমনটি কেন করেন? তখন বলা হলো যে, আপনার পিঠে নূরে মুস্তফা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আছে, যার দর্শন তারা লাভ করেন। ভবিষ্যতে ইনিই শেষ নবী হয়ে প্রকাশ হবেন। তিনি দোয়া করলেন: হে আল্লাহ পাক! এই নূরকে পেছনে না রেখে সামনে করে দিন, যাতে ফেরেশতারা পেছন থেকে দর্শন করতে না আসে। এর পর সেই নূর তার কপালে চমকাতে লাগল এবং ফেরেশতারা সামনে থেকে দর্শন করতে লাগলেন। তারপর তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন: হে আল্লাহ! আমি নিজেও নূরে মুস্তফার দীদার করতে চাই। তখন সেই নূর তার আঙুলগুলোতে প্রকাশ পেল এবং তিনি আঙুলগুলো চুম্বন করলেন। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা-২২, সূরা: আহযাব, আয়াত ৫৬-এর অধীনে, ৭/২২৯ সারসংক্ষেপ। আর-রওযুল ফায়ীক, পৃ: ২৪১)

আমরা আঙুল চুম্বন কেন করি?

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সম্মান ও ভালোবাসায় যেসব আশিকে রাসূল শ্রদ্ধাভরে তাদের আঙুল চুম্বন করে চোখে লাগান, তারা আল্লাহ পাকের রহমতের উপযুক্ত। কারণ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে প্রত্যেক মুমিনকে তার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর ইজ্জত ও সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন, যেমন পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত ৯-এ ইরশাদ হচ্ছে:

وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ۝۹

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো আর সকাল-সন্ধা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো।

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই মুবারক আয়াত সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর কথা সহজভাবে পেশ করেছেন। তিনি বলেন: আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা, অন্তরে সত্যিকারের শ্রেষ্ঠত্ব দান করুক এবং এই অবস্থাতেই যেন আমাদের সকলের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়। اٰمِيْنْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن

মুসলমানগণ! দেখুন, তোমাদের পালনকর্তার দ্বীন ইসলাম পাঠানোর, কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্যই তিনটি কথা জানানো: ১) মানুষ আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনুক। ২) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সম্মান করুক। ৩) আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল থাকুক।

মুসলমানগণ! এই তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথার সুন্দর বিন্যাসটি তো দেখুন, প্রথমে ঈমানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সবশেষে নিজের ইবাদতের কথা এবং এর মাঝে তার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সম্মানের কথা। এর কারণ হলো, ঈমান ছাড়া সম্মান লাভজনক নয়, কারণ এটি বাহ্যিক সম্মান। যদি অন্তরে হুযূর আকদস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর প্রতি সত্যিকারের ভক্তি থাকত, তাহলে অবশ্যই ঈমান আনত। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর প্রতি সত্যিকারের সম্মান না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সারা জীবন আল্লাহর ইবাদতে কাটালেও সবই বেকার ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৩০৭, ৩০৮ সংক্ষিপ্তাকারে)

(আরও তথ্যের জন্য পড়ুন "تَمْهِيْدِ اِيْمَان بِاٰيَاتِ قُرْآن", এই রিসালাটি ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৩০তম খণ্ডে ৩০৫ থেকে ৩৫৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে, প্রতিটি মুসলমানের এই রিসালাটি অবশ্যই পড়া উচিত।)

تاج رکھا ترے سر رفعنا کا　　　کس قدر تیری عزّت بڑھائی ہے

তাজ রাখখা তেরে সার রাফা'না কা　　　কিস কদর তেরি ইযযত বড়ায়ী হ্যা

(সামানে বখশিশ, পৃ: ১৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　❀❀❀　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! উপরে বর্ণিত আয়াত শরীফে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর ইজ্জত ও সম্মান করার কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছে, কোনো শর্ত উল্লেখ করা হয়নি যে, এভাবে সম্মান করো এবং এভাবে করো না। সুতরাং, যদি কেউ হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নাম শুনে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে আঙুল বা শাহাদাত আঙুলের ডগা চুম্বন করে চোখে লাগায়, তাহলে সে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সম্মান করার এক মহান সাওয়াব লাভ করবে। এমনকি, হতে পারে তার এই আদবের ধরন তার মাগফিরাতের কারণ হয়ে যাবে, যেমন:

মুহাম্মদ নাম চুম্বন করায় মাগফিরাত হয়ে গেল

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: বনী ইসরাইলে একজন ব্যক্তি ছিল যে দুইশত বছর ধরে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করত। যখন সে মারা গেল, তখন লোকেরা তাকে পা ধরে টেনে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিল। আল্লাহ পাক হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام-এর প্রতি ওহী পাঠালেন যে, গিয়ে তার জানাযার নামায আদায় করুন। তিনি আরজ করলেন: হে আল্লাহ পাক! বনী ইসরাঈলরা বলছে যে, সে দুইশত বছর ধরে আপনার নাফরমানী করত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: সে এমনটিই ছিল, কিন্তু যখনই সে তাওরাত (কিতাব) খুলত এবং মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-

এর নাম দেখত, তখন সেটাকে চুম্বন করে চোখে লাগাত এবং তার উপর দরুদ পড়ত। সুতরাং আমি তার এই আমল কবুল করে তার গুনাহ মাফ করে দিয়েছি এবং ৭০ জন জান্নাতী হুরের সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিয়েছি।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৪৫, ক্রমিক নং: ৪৬৯৫)

تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی　　خدا نے اُس پہ نارِ جہنم حرام کی

তা'যিম জিস নে কী মুহাম্মদ কে নাম কী,
খোদা নে উস পে না'রে জাহান্নাম হারাম কী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি বড় বড় আলেম-ওলামা ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের কিতাবসমূহে লিখেছেন এবং এটি বর্ণনা করেছেন হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, যিনি নিজেই একজন তাবেয়ী বুযুর্গ। তাঁর সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উম্মতে একজন ব্যক্তি থাকবে যার নাম হবে ওয়াহাব। আল্লাহ পাক তাকে হিকমত দান করবেন।"

(দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাক্বী, ৬/৪৯৬)

ইঞ্জিল শরীফে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নাম

মাওলানা রুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার "মসনবী"-তে লিখেছেন যে, ইঞ্জিল শরীফে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নাম ছিল, যা সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় চুম্বন করতেন। আল্লাহ পাক এর বরকতে তাদের অনেক বিপদ ও মুসিবত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং যারা এই বরকতময় নামের অসম্মান করেছে, তারা দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে। (মসনবী, ১/১০২ সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

محفوظ سدا رکھنا شہا! بے اَدَبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے اَدَبی ہو

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বে আদাবো সে,
অর মুঝ সে ভী সারযাদ না কভী বেআদবী হো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আযানের সময় আঙুল চুম্বন করার সাওয়াব

প্রায় দুইশত বছর পূর্বের অনেক বড় আলেম ও মুফতী হযরত আল্লামা ইবনে আবিদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ১২৫২ হিজরী) তার বিখ্যাত ফতোওয়ায়ে শামীতে লিখেছেন: যখন মুয়াজ্জিন "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" বলবে, তখন শ্রোতার জন্য "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" বলা মুস্তাহাব। এবং যখন দ্বিতীয়বার এই বাক্যগুলো শুনবে, তখন বলবে: "قُرَّتُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ" এবং আঙুল চুম্বন করে চোখে লাগাবে। এইভাবে আমলকারীকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

আল্লামা ইবনে আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিতাবুল ফিরদাউসের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর বাণী লিখেছেন: "مَنْ قَبَّلَ ظُفْرَىْ اِبْهَامِهٖ عِنْدَ سَمَاعِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فِى الْاَذَانِ اَنَا قَائِدُهٗ وَمُدْخِلُهٗ فِىْ صُفُوْفِ الْجَنَّةِ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযানে "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" শুনে তার উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ চুম্বন করবে, আমি এমন ব্যক্তির নেতৃত্ব দেব এবং তাকে জান্নাতের কাতারগুলোতে প্রবেশ করাব। (রদ্দুল মুহতার, ২/৮৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসলমানদের প্রথম খলিফার আমল

মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন মুয়াজ্জিনকে "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" বলতে শুনলেন, তখন এই দোয়াটি পড়লেন: "رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيناً وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نَبِيًّا" এবং উভয় শাহাদাত আঙুলের ডগার ভেতরের অংশ চুম্বন করে চোখে লাগালেন। এতে হুযুর আকদস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيلِيْ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِيْ" অর্থাৎ, যে (ব্যক্তি) আমার বন্ধু যেরকম করেছে, তেমনই করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত রয়েছে।

(আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ: ৩৯০, হাদিস: ১০২১-এর অধীনে)

اَب آئی شفاعت کی سَاعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے

আব আয়ী শাফাআত কী সাআত আব আয়ী,
যারা চাইন লে মেরে ঘাবরানে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ১৫৯)

শব্দার্থ: শাফা'আত: সুপারিশ। সা'আত: মুহুর্ত। চাইন: শান্তি।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: কিয়ামতের কঠিন ও ভয়াবহ দৃশ্য এবং অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ পাকের রহমত ও তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তার উম্মতদের জন্য শাফা'আতের অনুমতিপত্র দান করা হবে, সেই ঈমান উদ্দীপক সময়ের চিত্রায়ন করে ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলছেন: হে অপরাধী! হে গুনাহগার! হে কিয়ামতের পরীক্ষাকে ভীতসন্ত্রস্তকারী! হিম্মত কর, ধৈর্য ধর, শাফি'য়ে উম্মত

www.dawateislami.net

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর শাফা'আতের সময় এসে গেছে। তুমি কিয়ামতের কঠোরতায় ভয় পেও না, বরং শান্ত হও।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবীর আমল আমাদের জন্য যথেষ্ট

প্রায় ৪২৫ বছর পূর্বের বুযুর্গ, মহান মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা আলী ক্বারী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (ওফাত: ১০১৪ হিজরী) আশিকে আকবর মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ-এর বর্ণনা লেখার পর বলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ-এর এই আমল আমাদের জন্য (আঙুল চুম্বনে) প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। কারণ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: আমি তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত (অর্থাৎ পদ্ধতি) অপরিহার্য করি।

(আল-আসরারুল মারফু'আ ফীল আখবারিল মাউযূ'আ, পৃ: ৩০৬, হাদিস: ৪৩৫-এর অধীনে)

খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক, দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুকে আযম, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান গনী এবং চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم কে বোঝায়। এরপর ছয় মাসের জন্য হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ খলিফা হয়েছিলেন। এদের খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদা বলা হয়।

(বাহারে শরীয়ত, ১/২৪১ অংশ: ১ সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

আল্লাহর কাছেও ভালো

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ইরশাদ করেছেন: فَمَا رَاٰى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ অর্থাৎ, মুসলমানরা যা ভালো মনে করে, আল্লাহ পাকের কাছেও তা ভালো। (মুসনাদ ইমাম আহমদ, ২/১৬, হাদিস: ৩৬০০)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এই বর্ণনায় যা বলা হয়েছে: "যা মুসলমানরা ভালো মনে করে", এখানে মুসলমান বলতে কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান রাখে এমন আলেম-ওলামা এবং হারাম ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে এমন আলেম-ওলামাদের বোঝানো হয়েছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/৪৮০, হাদিস: ১৩৮৫-এর অধীনে)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলেম-ওলামা, নেক বান্দা এবং সাধারণ মুসলমানদের কাছে কোনো কিছু জায়িয ও মুস্তাহসান (অর্থাৎ পছন্দনীয়) হওয়া আল্লাহ পাকের কাছেও জায়িয ও মুস্তাহসান। আর এটি কেন হবে না যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: إِنَّ أُمَّتِيْ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একত্রিত হতে পারে না।

(ইবনে মাজাহ, ৪/৩২৭, হাদিস: ৩৯৫০)

শতাব্দী ধরে দ্বীনের মুফতিয়ানে কেরাম ও ওলামায়ে কামেলীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن শরীয়তের নীতি অনুসারে এই হাদিসে পাক فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ অর্থাৎ মুসলমানরা যা ভালো মনে করে, আল্লাহ পাকের কাছেও তা ভালো" (মুসনাদ ইমাম আহমদ ২/১৬, হাদিস: ৩৬০০) এটা থেকে অনেক মাসায়েল বর্ণনা করেছেন, যা ফিকহের বড় বড় কিতাবে দেখা যায়। যেমন:

নিজের জীবদ্দশায় নিজের জন্য কবর তৈরি করা

৬০০ বছর আগের বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকারী আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর কিতাব "উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী"তে নিজের জীবদ্দশায় নিজের জন্য কবর তৈরি করার বিষয়ে একটি আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে এই নীতি বর্ণনা করেছেন যে, কোনো আমল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে প্রমাণিত না হওয়া সেই আমলের নাজায়িয

হওয়ার প্রমাণ নয়, কারণ যে আমলকে মুসলমানরা ভালো মনে করে, তা আল্লাহ পাকের কাছেও ভালো, বিশেষ করে যদি সেই আমল নেক লোকেরাও করে থাকেন। এছাড়াও, তার থেকে চারশত বছর আগের মুহাদ্দিস ইমাম বাত্তাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে লিখেছেন: নেক বান্দাদের একটি দল তাদের মৃত্যুর আগে তাদের কবর তৈরি করেছেন, যাতে তারা এর দ্বারা মৃত্যুর আগমন কল্পনা করতে পারেন। কিছু লোক এর উপর আপত্তি করেছেন যে, কোনো সাহাবীও তাদের জীবদ্দশায় তাদের কবর তৈরি করেননি। যদি জীবদ্দশায় কবর তৈরি করা মুস্তাহাব হতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان)-এর মধ্যে এই আমলটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকত (যদিও সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে এমনটি করা প্রমাণিত নয়)। তখন (জবাবে) আমি বলি যে, এই আমলটি কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত না হওয়া, সেই আমলের নাজায়িয হওয়াকে আবশ্যক করে না, কারণ যে জিনিসকে ঈমানদাররা ভালো মনে করে, তা আল্লাহ পাকের কাছেও ভালো হয় এবং বিশেষ করে যখন সেই কাজটি সম্পাদনকারী লোকেরা সর্বোত্তম নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হন। **(উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী, ৬/৮৪। শরহুল বুখারী লিইবনে বাতাল, ৩/২৬৭, হাদিস: ১২৭৭-এর অধীনে)**

নাজায়িয বলার জন্য দলিল প্রয়োজন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই নিয়মটি (Rule) মনে রাখবেন যে, যে কাজের ব্যাপারে শরীয়তে কোথাও নিষেধ করা হয়নি, তার অর্থ হলো তা জায়িয। এখন কারো বলার কারণে সেই কাজ নাজায়িয হবে না। কারণ নাজায়িয বলার জন্য শরীয়তের দলিল প্রয়োজন।

কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি সরলপ্রাণ রাসূল প্রেমিকদের বিরক্ত করার এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য আঙুল চুম্বন বা মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

উপলক্ষে ঘর সাজানো বা মিলাদ মিছিল করার প্রমাণ চায়। অথচ তাদেরই দলিল দেওয়া উচিত যে, কুরআন ও হাদিসে রাসূলের প্রতি ভালোবাসা বাড়ানোর এই নেক ও পবিত্র কাজগুলোর ব্যাপারে কোথায় নিষেধ করা হয়েছে? যখন কোথাও নিষেধ করার কোনো হুকুম নেই, তখন কেন ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়ে মানুষকে বিরক্ত ও চিন্তিত করে? এমন ব্যক্তিদের উচিত একটু চিন্তা করা যে, তারা মুসলমানদের কোন পবিত্র কাজ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা থেকে নিষেধ করছে। এমন ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কোন মুখে হাজির হবে? হায়! তারা যেন দ্রুত তাওবা করে, অন্যথায় মৃত্যুর পর কঠিন অনুশোচনা হতে পারে।

نہ اُٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم　　اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا

না উঠ সেকে গা কিয়ামত তলক খোদা কী কসম
আগার নবী নে নযর সে গিরা কে ছোড় দিয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　❀❀❀　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্ধান্ত আপনার!

প্রায় সারা বিশ্বে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, নিজ দেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় সমগ্র জাতি শ্রদ্ধার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে এবং যে কেউ এর বিপরীতে কাজ করে, তাকে কখনো কখনো বাঁকা চোখেও দেখা হয়। কাপড়ের তৈরি পতাকাকে ইজ্জত ও সম্মানের প্রতীক "স্যালুট" করা হয়। আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে আপনি কখনো শোনেননি যে, কেউ এই কাজের বিরোধিতা করেছে বা এটিকে গুনাহের কাজ বলেছে, অথচ কুরআন ও

হাদিসে এর কোনো নির্দেশ নেই এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এই কাজ দূর দূর পর্যন্ত হয়নি।

বরং যে ব্যক্তি নিজ প্রিয় দেশের জাতীয় সঙ্গীতে দাঁড়ানো বা স্যালুট করার বিষয়ে নেতিবাচক কথা বলবে, তাকে হয়তো "দেশের বিশ্বাসঘাতক" উপাধি দেওয়া হতে পারে। সুতরাং যে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নামের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদব করতে বাধা দেয়, তাকে কী উপাধি দেওয়া উচিত?

যখনই পবিত্র নাম আসে

হে আশিকানে রাসূল! আযান ছাড়াও ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কারণে নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর মুবারক নাম শুনে আঙুল চুম্বন করে চোখে লাগানো জায়িয ও মুস্তাহসান (অর্থাৎ পছন্দনীয় কাজ) এবং শতাব্দী ধরে বুযুর্গানে দ্বীন, ওলামায়ে কামেলীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এমনটি করে এসেছেন। পবিত্র নামের উপর আঙুল চুম্বনের বিষয়ে হাদিস শরীফ, সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن-এর ঘটনা ও বর্ণনা কয়েকশত বছর আগের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে, যার অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, এটি আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের পদ্ধতি। আমাদেরও এর উপর আমল করা উচিত। আসুন! এই নেক কাজের আরও উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়ানোর জন্য একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা পড়ি এবং নিয়ত করি যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নামের উপর অবশ্যই আঙুল চুম্বন করব। اِنْ شَآءَ اللّٰه

চোখ থেকে কংকর বেরিয়ে গেল (ঘটনা)

আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর আগের বুযুর্গ, মহান মুহাদ্দিস ইমাম সাখাভী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه লিখেছেন, একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন:

একবার বাতাস বইছিল এবং একটি কংকর (Grit) আমার চোখে পড়ে গেল। বের করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম কিন্তু বের হলো না, যার কারণে অত্যন্ত কঠিন ব্যথা হলো। তিনি মুয়াজ্জিনকে "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" বলতে শুনলেন, তখন তিনি "مَرْحَبًا بِحَبِيْبِيْ وَقُرَّةُ عَيْنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم" পড়লেন। তৎক্ষণাৎ কংকর (Grit) বেরিয়ে গেল।

(আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৩৯০, হাদিসঃ ১০২১-এর অধীনে)

হযরত রাওয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন এই ঘটনার খবর পেলেন, তখন তিনি বললেনঃ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর ফযিলত ও বরকত এত বেশি যে, তার সামনে এতটুকু কথা (অর্থাৎ চোখ থেকে কংকর বেরিয়ে যাওয়া) কোনো গুরুত্ব রাখে না। (আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৩৯১, হাদিসঃ ১০২১-এর অধীনে) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

اِک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا　　تم نے تو چلتے پھرتے مُردے جِلا دیئے ہیں

এক দিল হামারা কিয়া হ্যা আযার উস কা কিতনা
তুম নে তো চলতে ফিরতে মুরদে জিলা দিয়ে হ্যা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃঃ ১০১)

শব্দার্থঃ আযারঃ দুঃখ। চলতে ফিরতে মুরদেঃ অমুসলিম। জিলা দিয়ে হ্যাঃ জীবিত করা।

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আল্লাহ পাক আপনাকে এই মু'জিযা দান করেছেন যে, আপনি মৃতদের জীবিত করেন। অনেক হাদিস শরীফে আপনার এই মু'জিযার ঘটনা বিদ্যমান। বরং আপনার

ইসলামের দাওয়াতের বরকতে এমন বড় বড় অমুসলিম (যারা প্রকৃতপক্ষে মৃতদের চেয়েও অধিক মৃত ছিল, কারণ তাদের অন্তর জীবিত ছিল না) কালিমা পড়ে ইসলামে প্রবেশ করেছিল যে, এখন তাদের সুখ্যাতি আমাদের জন্য ইবাদত। যেখানে আপনি এত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, অতএব আমাদের অন্তর যা গুনাহের কালোত্বে মৃত হয়ে গেছে, তাকে জীবিত (অর্থাৎ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন) করা আপনার জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়, শুধু আমাদের এই ময়লা অন্তরের প্রতি একটি রহমতের দৃষ্টি দিন।

ان کے نام کے صدقے جس سے   جیتے ہم ہیں جِلاتے یہ ہیں

উন কে নাম কে সদকে জিস সে   জিতে হাম হ্যা জিলাতে ইয়ে হ্যা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ৪৮৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب   صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কখনো চোখ ব্যথা করবে না

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম সাখাভী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: হযরত খিজির عَلَيْهِ السَّلَام বলেছেন: যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিন থেকে "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ" শুনে বলবে: "مَرْحَبًا بِحَبِيْبِىْ وَقُرَّةُ عَيْنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ" তারপর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে চোখে রাখবে, তার চোখ কখনো ব্যথা করবে না।

(আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ: ৩৯০, হাদিস: ১০২১-এর অধীনে)

আমার চোখের শীতলতা

রাসূলের দৌহিত্র, হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর কলিজার টুকরা, হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনকে "

"مَرۡحَبًا بِحَبِیۡبِیۡ وَقُرَّۃُ عَیۡنِیۡ مُحَمَّدُ بۡنُ" বলতে শুনে এই বলবে "اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوۡلُ اللهِ عَبۡدِاللهِ" এবং তার বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে চোখে লাগাবে, তাহলে সে কখনো অন্ধ হবে না এবং তার চোখ কখনো ব্যথা করবে না।

(আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ: ৩৯১, হাদিস: ১০২১-এর অধীনে)

অন্ধ হবে না

হযরত তাউসী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: তিনি খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবী নসর বুখারী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ থেকে এই হাদিস শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিন থেকে শাহাদাতের কালিমা শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ চুম্বন করে চোখে লাগাবে এবং এই দোয়া পড়বে:

اَللّٰهُمَّ احۡفَظۡ حَدَقَتَیۡ وَنُوۡرَهُمَا بِبَرَکَۃِ حَدَقَتَیۡ مُحَمَّدٍ رَّسُوۡلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ وَنُوۡرِهِمَا[১]

তাহলে সে অন্ধ হবে না। (আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ: ৩৯১, হাদিস: ১০২১-এর অধীনে)

হযরত খিজির عَلَیۡهِ السَّلَام-এর বাণী

হযরত মুহাম্মদ বিন সালেহ মাদানী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মাজদ মিসরী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি আযানের সময় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর আলোচনা শুনবে এবং তার উপর দরুদে পাক পড়ে তার শাহাদাত আঙুল ও বৃদ্ধাঙ্গুল একত্রিত করে চুম্বন করবে এবং তার চোখে লাগাবে, তার চোখ কখনো ব্যথা করবে না।

(আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, ৩৯১ পৃ:, হাদিস: ১০২১-এর অধীনে)

হযরত মুহাম্মদ বিন সালেহ মাদানী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: আমি ইরাক বা আজমের কতিপয় মাশায়েখের সূত্রে শুনেছি যে, তারা বলেছেন, যে (ব্যক্তি)

১. হে আল্লাহ্ পাক! হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উভয় চোখ এবং তাঁর নূরের বরকতে আমার উভয় চোখ এবং এর নূরকে হেফাযত করুন।

নিজের চোখে (আঙুল) লাগানোর সময় এই দোয়াটি পড়বে: "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا حَبِيْبَ قَلْبِىْ وَيَا نُوْرَ بَصَرِىْ وَيَا قُرَّةَ عَيْنِىْ" অনুবাদ: হে আমার চোখের শীতলতা, হে আমার চোখের নূর এবং অন্তরের আনন্দ, হে আমার সর্দার ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আপনার উপর দরুদ বর্ষিত হোক।

হযরত মুহাম্মদ বিন সালেহ মাদানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: তাদের মধ্যে প্রত্যেক শায়খ বলেছেন: যখন থেকে আমি এই আমল করছি, আমার চোখ ব্যথা করেনি। তিনি আরও বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه যখন থেকে আমি এই বুযুর্গদের কাছ থেকে শুনেছি, আমার চোখেও কখনো কষ্ট হয়নি, এবং আমি আশা করি যে, আমার চোখ সর্বদা সুস্থ থাকবে এবং اِنْ شَآءَ اللّٰه আমি অন্ধত্ব থেকেও সুরক্ষিত থাকব। (আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ: ৩৯১, হাদিস: ১০২১-এর অধীনে)

آنکھوں کا تارا نامِ محمد　　دل کا اُجالا نامِ محمد
شیدا نہ کیوں ہوں اس پر مسلماں　　رب کو ہے پیارا نامِ محمد
پوچھے گا مولیٰ لایا ہے کیا کیا　　میں یہ کہوں گا نامِ محمد
آنکھوں میں آکر دِل میں سما کر　　رنگت رَچا جا نامِ محمد
اپنے جمیلؔ رضوی کے دل میں　　آ جا سما جا نامِ محمد

আখোঁ কা তারা নামে মুহাম্মদ　　দিল কা উজালা নামে মুহাম্মদ
শায়দা না কিউঁ হো উস পর মুসলমাঁ　　রব কো হ্যা পিয়ারা নামে মুহাম্মদ
পুছে গা মাওলা লায়া হ্যা কিয়া কিয়া　　ম্যা ইয়ে কাহুঙ্গা নামে মুহাম্মদ
আখোঁ ম্যা আ-কর দিল ম্যা সামা কর　　রঙ্গত রচাজা নামে মুহাম্মদ
আপনে জামীলে রযবী কে দিল ম্যা　　আ-জা সামা জা নামে মুহাম্মদ

(কবলায়ে বখশিশ, পৃ: ১৩৩-১৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লামা তাহতাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ-এর বর্ণনা

আজ থেকে প্রায় দুইশত বছর পূর্বের হানাফী ফিকহের একজন বড় ইমাম এবং মহান আলেম হযরত আল্লামা তাহতাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছেন: (আযানে) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর শাহাদাতগুলোর মধ্যে প্রথমটি শোনার সময় এই বলা " صَلَّى اللهُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ الله অর্থাৎ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ পাক আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন" মুস্তাহাব। এবং দ্বিতীয়টি (শাহাদাত অর্থাৎ اَشۡهَدُاَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوۡلُ اللهِ) শোনার সময় চোখে আঙুল রাখার পর "قَرَّتۡ عَيۡنِىۡ بِكَ يَارَسُوۡلَ اللهِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعۡنِىۡ بِالسَّمۡعِ وَالۡبَصَرِ" অর্থাৎ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দ্বারা আমার চোখ শীতল হয়েছে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে শ্রবণ ও দৃষ্টির দ্বারা উপকৃত করুন" পড়লে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দিকে ক্বাইদ (অর্থাৎ পথপ্রদর্শক) হবেন। (হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাফিল ফালাহ, পৃ: ২০৫)

শাজরায়ে কাদেরীয়ার দরবারে রিসালাতে গ্রহণযোগ্যতা

১৪২৮ হিজরীর ২৯ রমযানুল মুবারকের কথা। করাচীর মালির হল্টের একজন দায়িত্বশীল ইসলামী ভাই, আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, করাচী (পাকিস্তান)-এ সম্মিলিত ইতিকাফে বসেছিলেন। সেখানে ছিল এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। ফজরের নামাযের পর ইতিকাফকারীগণ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه-এর যিয়ারত করছিলেন। যখন শাজরায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া পড়া শুরু হলো, তখন সেই ইসলামী ভাই প্রথম

সারিতে এসে বসলেন। সকল আশিকানে রাসূল একত্রিত হয়ে উচ্চস্বরে শাজরা শরীফের দোয়ার পংক্তিগুলো পড়ছিলেন। যখন সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর মুবারক যিকির এলো, তখন তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে চোখে লাগালেন। হঠাৎ তার উপর তন্দ্রা ভর করল, মাথার চক্ষু বন্ধ হতেই তার দিলের চোখ খুলে গেল। তিনি দেখলেন যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর সাথে শাজরা শরীফ পড়া সকল ইসলামী ভাই সোনালী জালিগুলোর সামনে উপস্থিত আছেন এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার আশেকদেরকে শরাবে দীদার পান করাচ্ছেন। উপস্থিতগণ শাজরায়ে আলিয়ার দোয়ার পংক্তিগুলো পড়ছেন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার মুবারক হাত উঁঠিয়ে এই দোয়ার পংক্তিগুলোতে আমীন বলছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৪টি স্থানে আঙুল চুম্বন করবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মধুর চেয়েও মিষ্টি, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নাম নেওয়ার বা শোনার সৌভাগ্য হয়, তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর প্রতি শ্রদ্ধার নিয়তে অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে (চুম্বনের শব্দ সৃষ্টি না করে) চোখে লাগান। (কিছু বর্ণনা অনুযায়ী শাহাদাত আঙুল চুম্বন করে তার ভেতরের অংশ অর্থাৎ ডগাগুলোও চুম্বন করে লাগানো যেতে পারে)। اِنْ شَآءَ الله প্রচুর সাওয়াবের সাথে সাথে চোখের দৃষ্টিও সুরক্ষিত থাকবে। তবে চারটি এমন স্থান রয়েছে যেখানে আমার আকা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন যে, এই স্থানগুলোতে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নাম

www.dawateislami.net

নেওয়া বা শোনার সময় আঙুল চুম্বন করা যাবে না। (১) নামাযে (২) খুতবায় (৩) খুতবার আযানে (৪) তিলাওয়াত শোনার সময় (কারণ শরীয়তের নির্দেশ হলো, যখন খুতবা বা তিলাওয়াত শুনবেন, তখন পূর্ণ মনোযোগের সাথে শুনুন।) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৪১৫-৮/৪৬৮ সংক্ষিপ্তাকারে)

আঙুল চুম্বন থেকে নিষেধ কে করেছেন?

ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার রিসালা "مُنِيْرُ الْعَيْنِ فِيْ حُكْمِ تَقْبِيْلِ الْاِبْهَامَيْنِ"-এ প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর নাম শুনে আঙুল চুম্বন করা সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন, যা সহজ করে পেশ করা হলো: নূর নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পবিত্র নাম আযানে শোনার সময় বৃদ্ধাঙ্গুল বা উভয় শাহাদাত আঙুল চুম্বন করে চোখে লাগানো সম্পূর্ণ জায়িয। এর জায়িয হওয়ার উপর অনেক দলিল বিদ্যমান। আর যদি জায়িয হওয়ার উপর কোনো দলিল নাও থাকত, তবুও নাজায়িয বলার কোনো দলিল ছিল না, কারণ শরীয়তে এটি কোথাও নিষেধ করা হয়নি। مَعَاذَ الله যে ব্যক্তি এই আমলকে নাজায়িয বলে, তার দায়িত্ব হলো প্রমাণ দেওয়া যে, সে দেখাক কুরআন ও হাদিসে বা বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام-এর উক্তিগুলোতে কোথায় হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নাম শুনে শ্রদ্ধায় আঙুল চুম্বন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে তো হাদিস শরীফ, ফিকহ এবং আলেম-ওলামার উক্তি এবং বুযুর্গানে দ্বীনের এই আমল জায়িয হওয়ার উপর অনেক দলিল রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৪৩০)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম দ্বারা আনন্দ লাভকারী ফেরেশতাগণ

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় আসব এবং তা খোলার নির্দেশ দেব। তখন জান্নাতের দরজায় নিযুক্ত ফেরেশতা হযরত রিদওয়ান عَلَيۡهِ السَّلَام আরজ করবেন: আপনি কে? তখন আমি বলব: "মুহাম্মদ"। তখন তিনি আরজ করবেন: "লাব্বাইক"! হ্যাঁ, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি আপনার আগে কারো জন্য জান্নাতের দরজা খুলবো না।

(মুসলিম, পৃ: ১০৭, হাদিস: ৪৮৬)

এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগের বুযুর্গ হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছেন: হযরত রিদওয়ান عَلَيۡهِ السَّلَام, জান্নাতের মালিক, নিয়ামতসমূহের বন্টনকারী, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে "আপনি কে" এই জন্য জিজ্ঞেস করবেন যে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর মুবারক নাম "মুহাম্মদ" (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) শুনে তা থেকে স্বাদ গ্রহণ করবেন। অন্যথায় জান্নাতের দরজা থেকে সবকিছু দেখা যায়। তিনি শুধু রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর মুবারক নাম থেকে আনন্দ লাভ করার জন্য এটি জিজ্ঞেস করবেন। (ফয়জুল ক্বাদীর, ১/৫০, হাদিস: ২-এর অধীনে)

سُبۡحَانَ الله জান্নাতের দরজায় নিযুক্ত ফেরেশতা, খাযিনে জান্নাত, হযরত রিদওয়ান عَلَيۡهِ السَّلَام তো হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নাম থেকে আনন্দ পান, আর একদিকে সেই অজ্ঞ ব্যক্তি যে নিজেকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উম্মতও বলে, সে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নামের উপর আঙুল চুম্বন করা বোঝে না। এটা কেমন নির্বুদ্ধিতা ও দুর্ভাগ্য! মুহাম্মদ

صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর নামের উপর যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঠোঁট একে অপরকে চুম্বন করে, তখন আমরা কেন আমাদের সম্মানিত পিতা হযরত আদম عَلَیْہِ السَّلَام এবং ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর মুবারক আমলের অনুসরণ করে আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুল বা শাহাদাত আঙুল চুম্বন করব না?

لب پر آجاتا ہے جب نامِ جناب　　منہ میں گھل جاتا ہے شہدِ نایاب
وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب　　اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں

লব পর আ জাতা হ্যা জব নামে জনাব　　মুহ ম্যা ঘুল জাতা হ্যা শেহদে নায়াব
ওয়াজদ মে হো কে হাম এ জাঁ বেতাব　　আপনে লব চুম লেয়া করতে হ্যা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ১১৪)

শব্দার্থ: লব: ঠোঁট। নামে জনাব: মুহাম্মদ (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর নাম। শেহদে নায়াব: মূল্যবান মধু (যা খুব কষ্টে পাওয়া যায়)। ওয়াজদ মে: আবেগে আন্দোলিত হয়ে। বেতাব: অস্থির।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর প্রিয়, সুন্দর, মিষ্টি মুবারক নাম "মুহাম্মদ" (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) যখন আমরা নিজেদের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি, তখন এর মিষ্টিত্বে আমাদের মুখ এত মিষ্টি হয়ে যায়, যেমন কোনো অত্যন্ত সুস্বাদু মধু মুখে দিলে মুখ মিষ্টি হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর নাম উচ্চারণ করার সময় আমাদের ঠোঁটও আনন্দে নেচে ওঠে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে অপরকে চুম্বন করে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب　❀❀❀　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বুদ্ধিমানদের জন্য যৌক্তিক দলিল

হে আশিকানে রাসূল! সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ-এর রাসূল প্রেম হাদিস শরীফ ও সীরাতের কিতাব পাঠকারীরা জানেন যে, তারা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর তাবাররুকাত সংরক্ষণ করতেন। বাচ্চাদের জন্মের পর সর্বপ্রথম তাদেরকে দরবারে রিসালাতে পেশ করতেন, যাতে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর বরকত লাভ হয়। বাচ্চাদের নজর লাগলে বা অসুস্থতা হলে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর কাছে দম করাতেন। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ-এর এই আমলগুলো আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক। যদিও শরীয়ত অনুযায়ী এগুলো কোনো ওয়াজিব কাজ নয়, তবে শরীয়তে নিষেধও নেই। আজও আউলিয়ায়ে কেরামের ভক্তরা বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام থেকে বরকত লাভের জন্য তাদের বাচ্চাদের তাদের দরবারে নিয়ে যান এবং তাঁদের বরকত পান। তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং শতাব্দী ধরে অনেক বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام-এর আদব ও তা'যীমে মুস্তফা-এর এমন এমন ধরন রয়েছে যার উপর শরীয়ত অনুযায়ী কোনো আপত্তি নেই। আশিকানে রাসূলগণ নবী প্রেমের কারণে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام-এর অনুসরণ করে এগুলো অবলম্বন করেন এবং বরকত লাভ করেন।

লক্ষ লক্ষ মালেকী মাযহাবের ইমাম, ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ-এর কাছে কোন শরয়ী দলিল ছিল যে, যার কারণে তিনি হাদিস শরীফ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অর্থাৎ গোসল করে, সুন্দর পোশাক পরিধান করে এবং খুশবু লাগিয়ে পড়াতেন? (আশ-শিফা, ২/৪৫) নিঃসন্দেহে তার মুবারক অন্তরে তা'যীমে মুস্তফা ছিল, যার কারণে তিনি হাদিস শরীফের এত আদব ও সম্মান করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি মদীনা পাকের বাইরে যেতেন না এই ভয়ে যে, মদীনা

পাকের বাইরে যেন তার মৃত্যু না হয়। তিনি মদীনা পাকের রাস্তায় কোনো যানবাহনে আরোহণ করতেন না। তিনি তা'যীমে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সাথে সাথে প্রিয় স্থান মদীনা রাসূলের এত আদব ও সম্মান করতেন যা বাহ্যত কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়, কিন্তু এটি ছিল তার রাসূল প্রেম এবং শতাব্দী ধরে আজ পর্যন্ত কোনো আলিমে দ্বীন এই তা'যীম করা থেকে নিষেধ করেননি, কারণ শরীয়তে এটি কোথাও নিষেধই করা হয়নি। আরও কিছু বুযুর্গের আমল পড়ুন এবং নিজেদের অন্তরে তা'যীমে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বৃদ্ধি করুন:

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আবু আইয়ুব সাখতিয়ানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ছিলেন একজন বড় আশিকে রাসূল বুযুর্গ। তার সামনে যখনই হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর যিকরে খায়র করা হতো, তখন তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে, দর্শকদের তাঁর প্রতি দয়া আসত। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৪, হাদিস: ২৯১৬। আশ-শিফা, ২/৪২)

আহলে বাইতের চোখের আলো এবং মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক বিন মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ছিলেন একজন অত্যন্ত উন্নত চরিত্র ও হাসিখুশি বুযুর্গ, কিন্তু যখন তার মাহফিলে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর যিকির-ই খায়র করা হতো, তখন তার মুবারক রঙ (মুস্তফার ভক্তি ও সম্মানে) হলুদ হয়ে যেত। (আশ-শিফা, ২/৪২)

মহান তাবে-তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত দিরাব বিন মুররাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন যে, সালফে সালেহীন বে-ওযু হাদিস শরীফ বর্ণনা করাকে মাকরূহ (অর্থাৎ অপছন্দনীয়) মনে করতেন। (আশ-শিফা, ২/৪৫)

নিঃসন্দেহে এই বুযুর্গানে দ্বীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ-এর এই পবিত্র আমলগুলো মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কারণে ছিল, যা পরবর্তীকালের আলেম-ওলামারা তাদের কিতাবসমূহে আমাদের অন্তরে

মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর শ্রেষ্ঠত্ব বাড়ানোর জন্য লিখেছেন। এই আমলগুলো শরীয়ত অনুযায়ী না ফরয, না ওয়াজিব, কিন্তু রাসূল প্রেম অন্তরে ধারণকারীদের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দীপক ও ঈমান-সতেজকারী এবং কুরআন ও হাদিসে এগুলো নিষেধ করার কোনো নির্দেশও নেই। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তাওফীক দান করুক, তাহলে আমরাও রাসূল প্রেমে ডুবে গিয়ে ওযু সহকারে তা'যীমে মুস্তফা-এর সাথে হাদিস শরীফ পড়ি ও শুনি তো কী উত্তম হবে! মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নামের উপর বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করি তো তাতে আপত্তি কিসের:

آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلیں حسن　　　جلوے خود آئیں طالبِ دیدار کی طرف

আখেঁ জো বন্দ হো তো মুকাদ্দার খুলে হাসান,
জলওয়ে খুদ আয়েঁ তালিবে দিদার কী তরফ।

(যওকে নাত, পৃ: ১৫৭)

তুর্কি আশিকানে রাসূলের ভালোবাসা ভরা ধরন

তুর্কি আশিকানে রাসূলের নবী প্রেমের কথাও কী আর বলব! যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে উসমানী খিলাফত মসজিদে নববী শরীফের নির্মাণ ও সম্প্রসারণের কাজ করেছিল, ইতিহাস তার উদাহরণ পেশ করতে পারে না। উসমানী খিলাফতের সময় থেকে বা তারও আগে তুরস্কের রাসূল প্রেমিকদের মধ্যে একটি রাসূল প্রেম ভরা সুন্দর ধরন এটিও দেখা গেছে যে, আলোচনার সময় যখন কেউ মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাম নেয়, তখন এই রাসূল প্রেমিকরা নিজেদের বুকে ভালোবাসার সাথে দিলের দিকে হাত রেখে মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা প্রকাশ করেন। নিঃসন্দেহে

তাদের এই ধরন রাসূল প্রেমিকদের দিলের রাসূল প্রেম বাড়ানো এবং ঈমান তাজা করার মতো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একজন সত্যিকারে আশিকে রাসূল। যখন তিনি তুর্কি রাসূল প্রেমিকদের এই ধরন সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনিও এই ধরনটি গ্রহণ করলেন এবং তাকে দেখে অনেক ইসলামী ভাই এই ধরনটি গ্রহণ করেন। এমনিতেও আমাদের দেশে কিছু লোক যখন সালাম করেন, তখন হাত মেলানোর পর নিজের ডান হাত বুকে রাখেন, যা শরীয়ত অনুযায়ী কোনো বাধা নেই। যেখানে কোনো সাধারণ ব্যক্তির সাথে সালাম করে হাত বুকে লাগানোর মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই, সুতরাং তা'যীমে মুস্তফার খাতিরে পবিত্র নাম নিয়ে বা শুনে হাত বুকে রাখা, আদব করে মাথা নিচু করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম ও আলা হযরত

ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নামের প্রতি কতটা আদব ও সম্মান প্রকাশ করতেন। তার না'ত কাব্য "হাদায়িকে বখশিশ"-এ লিখেছেন:

بہ ادب جھکالو سرِ ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا　　گلِ تر محمدِ مصطفٰے چمن اُن کا پاک دِیار ہے

বা আদব ঝুকা লো সারে ওয়িলা কে মায় নাম লুঁ গুল ও বাগ কা
গুলে তর মুহাম্মদে মুস্তফা চমন উন কা পাক দিয়ার হ্যা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ৩৫৩)

www.dawateislami.net

শব্দার্থ: বা: সাথে। সারে ওয়িলা: ভালোবাসা। গুলে তর: তাজা ফুল। চমন: বাগান। দিয়ার: শহর।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হে আশিকানে রাসূল! আমি এমন এক মহান সত্তার মুবারক নাম নিতে চলেছি যিনি কায়েনাতের মূল উদ্দেশ্য এবং যে শহরে তিনি তাশরীফ রাখেন, সেই শহর কায়েনাতের রত্ন। কিন্তু আমি সেই সত্তার পবিত্র নাম তখনই নেব যখন আপনারা সবাই তার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভালোবাসায় নিজেদের মাথা আদব ও শ্রদ্ধার সাথে নিচু করবেন। তাহলে নিন! সেই ইজ্জত ও শান ওয়ালা সত্তা, এই কায়েনাতের সবচেয়ে সুন্দর বাগান "মদীনায়ে পাক"-এ বাস করেন এবং সেই বাগানে সুগন্ধ ছড়ানো তাজা ফুল আমার আকা ও মাওলা মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ।

میں عشقِ نبی میں رہوں گم ہمیشہ   تُو دیوانہ ایسا بنا یاالٰہی

মে ইশকে নবী মে রাহুঁ গুম হামেশা   তু দিওয়ানা আয়সা বানা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ১০০)

আঙুল চুম্বন সম্পর্কে কিছু কুমন্ত্রণার জবাব

হযরত মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নামের উপর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় আঙুল চুম্বন করার বিষয়ে কিছু লোককে শয়তান নানা ধরনের ওয়াসওয়াসা দিয়ে বিভ্রান্ত করে। তারপর শয়তানি কুমন্ত্রণায় পড়া সেই লোকেরা সরলপ্রাণ রাসূল প্রেমিকদেরকে এই পবিত্র কাজ সম্পর্কে ওয়াসওয়াসায় লিপ্ত করার চেষ্টা করে। এখানে কিছু ওয়াসওয়াসা এবং তার প্রতিকার পেশ করা হলো। এটি পড়লে অনেক তথ্য জানতে পারবেন। اِنۡ شَآءَ اللّٰه

কিন্তু মনে রাখবেন! পবিত্র নামের উপর আঙুল চুম্বন করা, দরুদ ও সালামে দাঁড়ানো এগুলো প্রেমিকদের লেনদেন। যে ব্যক্তি রাসূল প্রেমে ডুবে থাকবে, সেই এই বরকতময় আমলগুলোর গুরুত্ব বুঝবে। তবে যার ভাগ্যে এটি থেকে দূরে থাকা লেখা আছে, তার সম্পর্কে শুধু হেদায়েতের দোয়া করা যেতে পারে। আপনি অনেক লোককে দেখেছেন যারা সালাম করার পর নিজেদের হাত বুকে লাগায়, কখনো কি এ সম্পর্কে কেউ শরীয়তের হুকুম জিজ্ঞেস করেছে যে, এমনটি করা জায়িয না নাজায়িয? নিজের বাচ্চাকে ভালোবাসা ও স্নেহে হাত, পা, মাথা ইত্যাদি না জানি কোথায় কোথায় চুম্বন করে, এ নিয়ে কখনো কেউ কিছু বলেছে যে, এই চুম্বন কোথায় লেখা আছে? শুধু মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বিষয়েই মনে আসে যে, এটি কোথায় লেখা আছে? এটি তো আশিকে রাসূলের ভাগ্যে লেখা আছে।

یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے

ইয়ে বড়ে করম কে হ্যা ফয়সেলে ইয়ে বড়ে নসীব কী বাত হ্যা

আপনিও কি নূর দেখতে পান?

কুমন্ত্রণাঃ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام তার বৃদ্ধাঙ্গুলে নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নূর দেখেছিলেন তাই চুম্বন করেছিলেন, আপনিও কি নূর দেখতে পান? যদি না পান তাহলে কেন চুম্বন করেন?

জবাবঃ مَاشَآءَاللّٰه আপনার এই প্রশ্ন থেকে অন্তত একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আপনি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে "নূর" মানেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটি কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এখন আপনার এই প্রশ্নের

উত্তর হলো, হযরত আদম عَلَيۡهِ السَّلَام নূরে মুস্তফা দেখেছিলেন, তাহলে আমরা কি নূর দেখতে পাই? এই প্রসঙ্গে আরজ হলো যে, আপনি হজ্বের মানাসিক (অর্থাৎ আরকান)-এ তাওয়াফ করার সময় হাজরে আসওয়াদকে দূর থেকে ইস্তিলাম কেন করেন? মিনায় জামারাতে পাথর কেন নিক্ষেপ করেন? আপনি কি মিনায় শয়তান (ইবলিস) কে দেখতে পান? আর হ্যাঁ! আপনি সাফা-মারওয়াতে সা'ঈ কেন করেন? আপনিও কি তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে দৌড়ান? যদি সততার সাথে জবাব দেওয়া হয়, তাহলে আপনার জবাব হবে যে, যেহেতু তাওয়াফে ভিড় অনেক বেশি হয় এবং সবার পক্ষে প্রতিবার হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা সহজ নয়, তাই দূর থেকে দাঁড়িয়ে বর্ণনা অনুযায়ী আমল করে নিজের হাতের মাধ্যমে ইস্তিলাম (অর্থাৎ চুম্বন) করেন। একইভাবে সা'ঈ-এর সুন্নাত হযরত বিবি হাজেরা رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهَا এর স্মৃতিতে আদায় করেন যে, যখন তিনি তার ছোট্ট শাহজাদা হযরত ইসমাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام-এর তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে বারবার দুই পাহাড় সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়িয়েছিলেন এবং হযরত ইবরাহীম عَلَيۡهِ السَّلَام মিনায় শয়তানকে দেখে তিনবার পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। এখন হাজ্বীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সেই বুযুর্গদের এই আমলগুলো আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং যেহেতু এত কাজ আপনি এরকম মহান বুযুর্গদের কল্পনা ও তাদের স্মরণে করেন, তাহলে হযরত আদম عَلَيۡهِ السَّلَام-এর স্মৃতিতে আপনিও আপনার বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করুন। কী বিচিত্র যে, আপনি যদি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করেন, তাহলে আপনার উপরও কৃপা হতে পারে...

আঙুল চুম্বন কোন কিতাব দ্বারা প্রমাণিত নয়?

কুমন্ত্রণাঃ আঙুল চুম্বন করা তো কোনো কিতাব দ্বারা প্রমাণিত নয়।

জবাবঃ আপনি কি চৌদ্দশত বছর থেকে এখন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ, বরং কোটি কোটি সমস্ত দ্বীনি কিতাব পড়েছেন? যে আপনি বলছেন যে, কোনো কিতাবে লেখা নেই। নিঃসন্দেহে আপনার জবাব হবে, না, সব দ্বীনি কিতাব তো পড়িনি। তাহলে আরজ হলো, যে কিতাবগুলো আপনি এখনো পর্যন্ত পড়েননি, পবিত্র নাম মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উপর আঙুল চুম্বনের বর্ণনা সেই কিতাবগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে এবং এ সম্পর্কে হাদিস ও বর্ণনাগুলো পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে সূত্র সহকারে পেশ করা হয়েছে, সেগুলো পড়ুন এবং নিজেও মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নামের উপর আঙুল চুম্বন করুন এবং অন্যদেরকেও এই নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত করে সাওয়াবের হকদার হন।

সহীহ হাদিস না হওয়ার অর্থ কী?

ওয়াসওয়াসাঃ মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নামের উপর আঙুল চুম্বনের বিষয়ে কোনো সহীহ হাদিস নেই, এটি বিদআত (অর্থাৎ নতুন কাজ)।

জবাবঃ সবার আগে এটি বলুন যে, মুহাদ্দিসীনে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم হাদিস শরীফের যে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করেন, সেগুলোর উল্লেখ কি কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট শব্দের সাথে বর্ণিত হয়েছে? তাহলে আপনার জবাব নিঃসন্দেহে "না" হবে। আচ্ছা! এটি বলুন, কোনো সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কি কোনো হাদিসকে "সহীহ" বা "হাসান" বা "যঈফ" বলেছেন? নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রেও আপনি বলবেন যে, "না"। তাহলে যে কাজ কুরআন ও হাদিসে নেই এবং সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُم ও করেননি, তা আপনার কাছে কী? তাহলে আপনি কেন সহীহ হাদিসের রটনা করেন?

নিঃসন্দেহে! মুহাদ্দিসীন কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم হাদিসের যে প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন এবং তাদের কায়দা-কানুন বর্ণনা করেছেন, সেগুলো নতুন

কাজ, কিন্তু এই কাজগুলো শরীয়তের প্রয়োজনের কারণে, তাই এটি বিদআতে হাসানা (অর্থাৎ ভালো নতুন কাজ), যার উপর এই বুযুর্গরা কিয়ামত পর্যন্ত সাওয়াব পেতে থাকবেন এবং আজ পর্যন্ত কেউ এর উপর কোনো আপত্তি করেনি, কারণ সবাই এই কায়দা-কানুন ও পরিভাষাগুলোকে মেনে চলেন।

যেখানে আপনি সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ-এর পরেও আসা মুহাদ্দিসীনে কেরাম থেকে ইলমে হাদিসের পরিভাষাগুলো গ্রহণ করেন এবং সেগুলোকে সঠিক মনে করেন, তাহলে মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর নামের উপর আঙুল চুম্বন করার বর্ণনাগুলো সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ সহ অনেক বুযুর্গানে দ্বীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ থেকে বর্ণিত হয়েছে (যা পেছনে গত হয়েছে), সেগুলোর উপর কেন আমল করেন না?

পবিত্র নামের উপর আঙুল চুম্বন করার বর্ণনার হুকুম এবং সহীহ হাদিসের অর্থ

খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা: সহীহ হাদিসের অর্থ এই নয় যে, সঠিক ও ভুল। বরং মুহাদ্দিসীনে কেরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ হাদিস শরীফের অনেক প্রকার বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে সবচেয়ে উচ্চমানের প্রকার হলো "সহীহ"। আযানের মধ্যে মুহাম্মদ (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)-এর নামের উপর বৃদ্ধাঙ্গুল বা শাহাদাত আঙুল চুম্বন করার বিষয়ে সহীহ হাদিস না থাকার অর্থ এই নয় যে, مَعَاذَ اللّٰہ এটি হাদিসে মাওযু' (অর্থাৎ মনগড়া), বরং আলেম-ওলামারা জানেন যে, যদি কোনো হাদিস সহীহ না হয়, তাহলে সেটি দ্বিতীয় প্রকারের হাদিস শরীফের অন্তর্ভুক্ত হবে। সিহাহ সিত্তাহ (হাদিস শরীফের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ৬টি কিতাব: বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী এবং ইবনে

মাজাহ)-এর সমস্ত হাদিস শরীফ সহীহ নয়, বরং অধিকাংশ সহীহ হওয়ার কারণে এই কিতাবগুলোকে "সিহাহ" (অর্থাৎ সহীহ) বলা হয়।

"আঙুল চুম্বন করার বিষয়ে কোনো সহীহ হাদিস নেই" এই ওয়াসওয়াসাটিকে সহজভাবে এভাবে বুঝুন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে জিজ্ঞেস করে আপনি কি প্লেন উড়াতে পারেন এবং সে জবাব দেয় যে, না। তাহলে কি এর অর্থ এই হবে যে, এই ব্যক্তি কিছুই চালাতে পারে না? হতে পারে সে ব্যক্তি সামুদ্রিক জাহাজ বা ট্রেন বা ট্রাক বা গাড়ি বা বাইক চালাতে পারে। একটি জিনিসের অস্বীকৃতি দ্বারা সবকিছুকে অস্বীকার করা হয় না। আরও বিস্তারিত জানতে আমার আকা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর কিতাব "مُنِيْرُ الْعَيْنِ فِيْ حُكْمِ تَقْبِيْلِ الْاِبْهَامَيْنِ" পড়ুন! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই কিতাবে ইলমে হাদিসের সমুদ্র প্রবাহিত করে দিয়েছেন। মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নামের উপর আঙুল চুম্বনের বিষয়ে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার এই বিশাল কিতাব ২৯ বছর বয়সে লিখেছেন। যদি কেউ সততার সাথে এবং সমালোচনার চশমা খুলে ভক্তি ও ভালোবাসার চশমা লাগিয়ে এটি পড়ে, তাহলে সে নিজেও মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)-এর নামের উপর আঙুল চুম্বন করবে, বরং অন্যদেরকেও চুম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করবে, তবে অভিজ্ঞতা শর্ত...

পবিত্র নামের উপর আঙুল চুম্বন করা কি টোটকা?

ওয়াসওয়াসা: আঙুল চুম্বন করা কোনো ফযীলতের কাজ নয়, বরং এটি তো এক ধরনের টোটকা।

বি:দ্র: টোটকা: যা কোনো রোগ বা মন্দ বিষয়কে দূরে করার জন্য বা কোনোকিছু অর্জন করার জন্য করা হয়।

জবাব: মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নামের উপর আঙুল চুম্বন করা শুধু সুন্নাতে সিদ্দীকি নয়, বরং সুন্নাতে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام ও বটে এবং হাদিস শরীফে আছে: "اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ " অর্থাৎ বরকত তোমাদের আকাবিরদের সাথে। (মু'জাম আওসাত, ৬/৩৪২, হাদিস: ৮৯৯১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই রিসালায় বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোতে হযরত খিজির عَلَيْهِ السَّلَام, সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ থেকে এই মুবারক আমলের ফযীলতের উক্তি ও ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه শতাব্দী ধরে বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ-এর এই আমল চলে আসছে, সুতরাং এই আমলটি অবশ্যই সাওয়াবের নিয়তে করুন, সাওয়াবও মিলবে এবং ফযীলতের সাথে সাথে এর দুনিয়াবী উপকার অর্থাৎ অন্ধত্ব ইত্যাদি থেকে সুরক্ষাও হবে।

আঙুল চুম্বন করা সত্ত্বেও চশমা পরা থাকলে

কুমন্ত্রণা: কিছু লোক এভাবে ওয়াসওয়াসা দেয় যে, দেখো অমুক কতদিন ধরে আঙুল চুম্বন করছে কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল এবং সে চশমা পরে।

কুমন্ত্রণার প্রতিকার: এই ওয়াসওয়াসার অনেক জবাব হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, হাদিস শরীফগুলোতে বিভিন্ন রোগ বা সমস্যায় অনেক নির্দিষ্ট দোয়া পড়ার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যদি কারো পড়ার পরেও সেই রোগ বা সমস্যা সমাধান না হয়, তাহলে এর দ্বারা সেই হাদিস শরীফের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না, বরং আল্লাহ পাক কখনো তার বান্দার পরীক্ষাও নেন যে, আমার বান্দা এই পরীক্ষার পরেও আওরাদ ও ওয়াযায়ীফ পড়ে কিনা? সুতরাং কারো সমালোচনা করার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের রহমত এবং তার

প্রিয় আখেরী নবী صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর ফয়যানের দিকে দৃষ্টি রাখুন। যদি রব মঞ্জুর করেন, তাহলে সব রোগ শেষ হয়ে যাবে এবং যদি আল্লাহ পাক পরীক্ষা নেন, তাহলে এর উপরও সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

جے سوہنا میرے دُکھ وچ راضی تے میں سُکھ نوں چُلھے پاواں

জিয়ে সোহনা মেরে দুখ বীচ রাযি তে মে সুখ নূঁ চুলে পাওয়াঁ

আঙুল চুম্বন করা কি ফরয?

ওয়াসওয়াসা: হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নামের উপর আঙুল চুম্বন করাকে আপনি ফরয ও ওয়াজিব বলেন।

জবাব: নবীয়ে পাক صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর মুবারক নাম আযান ও ইকামতের সময় শুনে আঙুল চুম্বন করে চোখে রাখা না ফরয, না ওয়াজিব এবং না সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। বরং এটি একটি "মুস্তাহাব কাজ"। করলে ভালো, না করলে গুনাহগার বলা হবে না। আহলে সুন্নাতের মতে এটিই মাসআলা এবং এর উপরই আমাদের দলিল। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি এই পবিত্র আমলকে গুনাহ মনে করে, সে অবশ্যই গুনাহগার, কারণ যে জিনিসকে শরীয়ত গুনাহ বলেনি, তাকে যে গুনাহ বলবে সে নিজেই গুনাহগার হবে।

لحد کا خوف کیوں ہو روزِ محشر کا ہو کیا کھٹکا لیے جاتا ہوں دل پر لکھ کے میں طغرا محمد کا

লাহাদ কা খউফ কিউ হো রোয লিয়ে জাতা হুঁ দিল পর লিখ কে
মেহশর কা হো কিয়া খটকা মে তুগরা মুহাম্মদ কা

(কবালায়ে বখশিশ, পৃ: ৫৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়াঃ ১
দরুদ শরীফ মাগফিরাতের মাধ্যম..১
আঙুল কেন চুম্বন করবেন না? ২
হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আঙুল চুম্বন করলেন ৩
আমরা আঙুল চুম্বন কেন করি? ৪
মুহাম্মদ নাম চুম্বন করায় মাগফিরাত হয়ে গেল.. ৬
ইঞ্জিল শরীফে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নাম..৭
আযানের সময় আঙুল চুম্বন করার সাওয়াব ৮
মুসলমানদের প্রথম খলিফার আমল... ৯
সাহাবীর আমল আমাদের জন্য যথেষ্ট ১০
আল্লাহর কাছেও ভালো ১০
নিজের জীবদ্দশায় নিজের জন্য কবর তৈরি করা.. ১১
নাজায়িয বলার জন্য দলিল প্রয়োজন ১২
সিদ্ধান্ত আপনার! ১৩
যখনই পবিত্র নাম আসে...১৪
চোখ থেকে কংকর বেরিয়ে গেল (ঘটনা) ১৪
কখনো চোখ ব্যথা করবে না..১৬
আমার চোখের শীতলতা...১৬
অন্ধ হবে না ১৭

হযরত খিজির عَلَيۡهِ السَّلَام-এর বাণী ১৭
আল্লামা তাহতাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ-এর বর্ণনা ১৯
শাজরায়ে কাদেরীয়ার দরবারে রিসালাতে গ্রহণযোগ্যতা ১৯
৪টি স্থানে আঙুল চুম্বন করবেন না...২০
আঙুল চুম্বন থেকে নিষেধ কে করেছেন? ২১
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম দ্বারা আনন্দ লাভকারী ফেরেশতাগণ..... ২২
বুদ্ধিমানদের জন্য যৌক্তিক দলিল ২৪
তুর্কি আশিকানে রাসূলের ভালোবাসা ভরা ধরন...................................... ২৬
মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম ও আলা হযরত..................................২৭
আঙুল চুম্বন সম্পর্কে কিছু কুমন্ত্রণার জবাব ২৮
আপনিও কি নূর দেখতে পান? ২৯
আঙুল চুম্বন কোন কিতাব দ্বারা প্রমাণিত নয়? ৩০
সহীহ হাদিস না হওয়ার অর্থ কী? ৩১
পবিত্র নামের উপর আঙুল চুম্বন করার বর্ণনার হুকুম এবং সহীহ হাদিসের অর্থ ৩২
পবিত্র নামের উপর আঙুল চুম্বন করা কি টোটকা?....................................৩৩
আঙুল চুম্বন করা সত্ত্বেও চশমা পরা থাকলে ৩৪
আঙুল চুম্বন করা কি ফরয? ৩৫

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net